তারিখ 17 MAY 2016
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

যুগান্তর

প্রশ্নবিদ্ধ শিক্ষার মান

সরকারি-বেসরকারি বৈষম্যের অবসান জরুরি

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) গত কয়েক বছর ধরে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পরিচালিত অনার্স পর্যায়ের শিক্ষার মান নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেছে। এ অভিযোগের জবাবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এক কর্মকর্তা অঙ্গুলি নির্দেশ করছেন বেসরকারি কলেজগুলোর প্রতি। তাদের কারণেই এই দুর্নাম বলে তিনি দাবি করেছেন। সম্ভবত অভিযোগের দায়মোচনের অভিপ্রায়েই গত শনিবার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় দেশের কলেজগুলোর শিক্ষার মানের র‌্যাংকিংয়ের একটি তালিকা প্রকাশ করেছে। তালিকার ১৫১টি কলেজের মধ্যে ঠাঁই মিলেছে মাত্র ৬৭টি বেসরকারি কলেজের। যেখানে দেশে অনার্স পাঠদানকারী ৬৮৫টি কলেজের মধ্যে ৪১০টি বেসরকারি আর ২৭৫টি সরকারি। র‌্যাংকিংয়ে সেরা ৫ কলেজের মধ্যে একটিমাত্র বেসরকারি কলেজের স্থান হয়েছে।

বেসরকারি কলেজগুলোর শিক্ষার এই বেহাল দশার নেপথ্য কারণ এগুলোয় ভালো শিক্ষক না থাকা। যারা এগুলোয় শিক্ষাদান করছেন তাদের নেই মানসম্মত প্রশিক্ষণ। এগুলোর বেশিরভাগেরই নেই প্রয়োজনীয় অবকাঠামো, ক্লাসরুম, পাঠাগার, বই ইত্যাদি। নিয়মিত বেতনভাতা না পাওয়ার ফলে শিক্ষকরাও ঠিকমতো পাঠদান করেন না। ছাত্রছাত্রীরাও নিয়মিত কলেজ না করেই নোট-গাইড পড়ে পরীক্ষার বৈতরণী পার হয়ে যাচ্ছে। বেসরকারি কলেজগুলোতে ঢালাও অনার্স ক্লাস চালুর অনুমতি প্রদান প্রসঙ্গে সাফাই বক্তব্য দিয়েছেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। তার ভাষায়— 'সামাজিক চাহিদা ও বাস্তবতা এবং রাজনৈতিক চাপের কারণে আমরা অনেক সময় বেসরকারি কলেজে অনার্স খোলার অনুমতি দিয়ে থাকি। তবে আগামীতে এ ব্যাপারে কঠোর হব। যেসব কলেজ অনার্স পাঠদান করছে সেসবের মানোন্নয়ন না হওয়া পর্যন্ত কঠোরতা অব্যাহত থাকবে।' উপাচার্যের এ সাফাই বক্তব্য বিশ্লেষণ করলে মানহীন শিক্ষার মূল কারণ শনাক্ত করা সম্ভব। শনাক্ত করা সম্ভব দায়ী ব্যক্তিদেরও। দুর্ভাগ্যজনক, স্বাধীনতার ৪৫ বছর পরও মানহীন লোকদের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে আমাদের শিক্ষা।

একটা কথা আছে, পেটে খেলে পিঠে সয়। সে কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন একটি বেসরকারি পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কলেজের অধ্যক্ষ। তিনি বলেছেন, সরকার যেহেতু বেসরকারি কলেজে অনার্স শিক্ষার অনুমোদন দিয়েছে, তাই এসব শিক্ষককে এমপিও দেয়া উচিত। তাহলে সার্বিক শিক্ষার মান উন্নত হবে। আমরা মনে করি, শিক্ষার মান নিশ্চিত করার জন্য বেসরকারি কলেজগুলোকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করার সরকারি উদ্যোগ থাকা প্রয়োজন। কেননা শিক্ষা গতানুগতিক কোনো 'পণ্য' নয়, শিক্ষা সর্বজনীন মানবাধিকার। শিক্ষা ক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি বৈষম্য দূর করার মাধ্যমেই সম্ভব মানসম্মত ও প্রকৃত শিক্ষা নিশ্চিত করা।